[বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা অক্টোবর ১৬, ২০০৭ তারিখে প্রকাশিত ।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ আশ্বিন ১৪১৪/০৭ অক্টোবর ২০০৭

এস. আর. ও নং ২৩৯-আইন/২০০৭। - বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৫ নং আইন) এর ১১(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বেসরকারীকরণ কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ–

১। নীতিমালার নাম ও প্রবর্তন ।- (১) এই নীতিমালা বেসরকারীকরণ নীতিমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

২। ভূমিকা ।- জাতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারী সেক্টরের ভূমিকা জোরদারকরণ, উন্নয়নের মুখ্য বাহক হিসাবে বেসরকারী সেক্টরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রুগ্ণ ও ক্রমাবনতিশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুত বেসরকারীকরণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই বেসরকারীকরণ কর্মসূচীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Body) হিসাবে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন করা হয়। বিদ্যমান বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াকে আরো সময়ানুগ, সুসংহত ও ফলপ্রসূ করিবার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সহিত সরাসরি সংশিষ্ট না থাকিয়া অর্থনৈতিক সহায়ক ও উৎসাহ প্রদানকারীর ভূমিকা পালনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। সরকার শুধুমাত্র উৎপাদনশীল শিল্প-কারখানা হইতেই মালিকানা বা কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করিবে না, অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন- সেবা প্রতিষ্ঠান ও জনগুরুত্বপূর্ণ শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেইগুলি বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ বিশেষ দক্ষতা ও উদ্যোগী মনোভাব লইয়া পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবে, সেই সকল ক্ষেত্র হইতেও ভূমিকা ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করিয়া একটি উন্নত বেসরকারী ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী। বেসরকারী ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থব্যবস্থা অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যে একটি স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা বজায় রাখিবার জন্য সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য সরকার বেসরকারী শেয়ার-হোল্ডার ও ঋণদাতাদের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক একটি দক্ষ ও কার্যকর যৌথ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে। সরকার উৎপাদনশীল শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলে সরকারের পক্ষে সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সামাজিক, জনকল্যাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, আইন-শৃংখলা ও পরিবেশসহ যেই সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের অভাব রহিয়াছে, সেই সকল উপযুক্ত ক্ষেত্রে অধিক সম্পদ নিয়োজিত করা ও যথাযথ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্য

৩। বেসরকারীকরণ উদ্দেশ্য ।- (১) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সতর্কতা ও দক্ষতার সংগে উৎপাদনশীল শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণ করা হইলে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধিত হইবে ।

(২) দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ ঃ বেসরকারী খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের চাইতে অধিকতর দক্ষতা ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে পরিচালিত হয়। মানসম্পন্ন ও দ্রুত সেবা প্রদানে সক্ষম প্রতিষ্ঠানসমূহ যোগ্যতা বলেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকিয়া থাকে এবং মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় বেসরকারীকরণের ফলশ্রুতিতে বিদ্যমান শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের প্রসার ঘটিবে, নূতন ব্যবসার উন্নতি সাধিত হইবে, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পথ সুগম হইবে।

(৩) বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন ঃ একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং গতিশীল বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া স্থানীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখিবে। দেশে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতার বিনিময় হইবে। ফলে নূতন ব্যবস্থাপনা-দক্ষতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব হইবে যাহা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখিবে।

Unregistered

(৪) রাজস্ব প্রাপ্তি ঃ বর্তমানে অনেক সরকারী মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত রুগ্ণ অবস্থায় আছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি পুরাতন এবং সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদনশীলতা, গুণগত উৎকর্ষ, ডিজাইন বা অন্যান্য বিবেচনায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা পূরণে অসমর্থ। তদুপরি অনেক সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রচুর দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বোঝায় নূজ্য। সরকারী মালিকানাধীন অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই ক্রমাগতভাবে লোকসান দিয়া যাইতেছে এবং প্রত্যেক বৎসর সরকার বিপুল পরিমাণ ভর্তূকী প্রদানের মাধ্যমে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখিতেছে। ইহার ফলে সরকারের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের মাধ্যমে এই দায়ভার হইতে মুক্ত হইবে এবং অর্জিত বিক্রয় মূল্য সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তিতে উলেখযোগ্য অবদান রাখিবে।

(৫) লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পদ অবমুক্ত করিয়া অন্যান্য সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অব্যাহত লোকসানের কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষতি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্ত লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান এবং অনাদায়ী ঋণের উপরে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ জমা হইতেছে। তদুপরি নূতন ঋণ গ্রহণও অব্যাহত রহিয়াছে। এইসকল লোকসানী ঋণগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা সম্ভব হইলে সরকারের আর্থিক ভর্তূকী প্রদানের চাপ হ্রাস পাইবে। ফলে এই সম্পদ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজনে যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, প্রতিরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, পরিবেশ, অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হইবে। এইভাবে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে অবমুক্ত সম্পদ ব্যবহার করিয়া দেশকে অধিকতর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা করা সম্ভব হইবে।

(৬) প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাহা সংরক্ষণঃ বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে সহায়ক হইবে। একটি বন্ধ বা প্রায়-বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখা, শ্রমিকদের বেতনাদি পরিশোধ করা এবং নূতন শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব নহে। এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিবে। অন্যদিকে এই সকল অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত সম্পদ প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করা সম্ভব হইলে তাহা দেশের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হইবে। একটি লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব নহে। বরং তাহা দেশের সম্পদের উপর অনাকাঙ্খিত চাপ সৃষ্টি করে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিবর্তে সেখানকার শ্রমিক কর্মচারীরা চাকুরীচ্যুত হন। এইরূপ অবস্থায় বেসরকারীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা সংরক্ষণ করাও সম্ভব হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
অনুসৃতব্য সাধারণ নীতি

৪। শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ।- বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত ও চিহ্নিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায়সংগত স্বার্থ রহিয়াছে। সুতরাং বেসরকারীকরণের ফলে শ্রমিক-কর্মচারীগণ যাহাতে আইনসংগত প্রাপ্যতা হইতে বঞ্চিত না হন সেই বিষয়ে সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবে। এই লক্ষ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মচারীগণকে যথাযথভাবে জ্ঞাত রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনবোধে আইন অনুযায়ী কমিশন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরামর্শক বা উপদেষ্টার সহায়তা গ্রহণ করিবে।

৫। ক্রেতার পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার গুরুত্ব।- সরকার বেসরকারীকরণের ফলে অধিক কর্মসংস্থানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবে এবং শুধুমাত্র সর্বাধিক রাজস্ব আয়কে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা না করিয়া হস্তান্তরযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছুক ক্রেতাদের সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহ, পরিকল্পনা, সদিচ্ছা ও কর্মসংস্থান ইত্যাদির প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করিবে এবং প্রয়োজনবোধে আইন অনুযায়ী কমিশন স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী পরামর্শ বা সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ধ পরিহার করা ।- জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে সকল শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারী সম্পদ অবমুক্ত করিয়া তাহা কাঙ্খিত সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা বেসরকারীকরণ কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য। ব্যক্তি খাতে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের পর অব্যাহতভাবে চালু রাখিবার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। বেসরকারীকরণের অন্যান্য পদ্ধতি অকার্যকর হইয়া পড়িলে কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমেও লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হইবে। কোন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই অপ্রতিযোগিতামূলক এবং ইহার যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অবস্থা যদি এমন হয় যে, কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে ঋণমুক্ত করিলেও ইহার পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না কিংবা ইহার জন্য কোন উদ্যোগী ক্রেতা পাওয়া যাইবে না, সেইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির দায়-দেনা পরিশোধের লক্ষ্যে সম্পদ বিক্রয় অর্থাৎ লিকুইডেশন করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

৭। বাজারদর বিক্রয়মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।- ইচ্ছুক ক্রেতারা বিক্রয়তব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাজারদরের ভিত্তিতে দরপত্র দাখিল করিবেন। কমিশন প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ উদ্ধৃত আর্থিক মূল্য পরীক্ষা- নিরীক্ষাপূর্বক অন্যান্য শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত সর্বাধিক মূল্য সংবলিত দরপত্রটি গ্রহণ করিবে।

৮। ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা ।- হস্তান্তরিত সম্পদের উপর ক্রেতার আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে।

Unregistered

৯। স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং পক্ষপাতহীন আচরণ।- সরকারের বেসরকারীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশন সকল স্তরে স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ করিবে। কোন ক্রেতা কর্তৃক ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত কোন প্রস্তাবে সন্নিবেশিত তথ্যাদি যথা- সম্পদ, আর্থিক সংগতি অথবা ক্রেতার অন্যান্য বিষয়াদি ইত্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করা কমিশন নিশ্চিত করিবে। বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত তথ্য বা দলিলাদি প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন সকল দরদাতা বা ক্রেতার সহিত পক্ষপাতহীন আচরণ করিবে । দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত দলিলে উলিখিত বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পদের বিবরণী কমিশন নিজে নির্ধারণ করিবে না। নিয়োজিত সি এ ফার্ম বা মূল্য নির্ধারক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রণীত বিবরণ (প্রোফাইল) কমিশন ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের সরবরাহ করিবে। একজন ক্রেতা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বেসরকারীকরণ সার্টিফিকেটে বর্ণিত স্বত্ব, ক্ষতিপূরণ অথবা দায়-দেনা সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

১০। বেসরকারীকরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিতকরণ।- বেসরকারীকরণ নীতিমালার আলোকে কমিশন ও কমিশনের কর্মকর্তাগণ কর্তব্য-কর্ম সমাধা করিবেন। কর্তব্য সম্পাদনে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা থাকিতে হইবে। কমিশন ও কমিশনের কর্মকর্তাগণ যাহাতে দ্রুততার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তাহার জন্য বেসরকারীকরণ নীতিমালার ১১(৬) দফার নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে। তদানুসারে, সরকারী কোন বিধিতে অন্য যাহা কিছু থাকুক না কেন, প্রয়োজনবোধে মতামত, পরামর্শ, অনুমোদন বা কমিশন কর্তৃক বিবেচিত কোন সংশিষ্ট বিষয়ে কমিশন অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অথবা প্রয়োজনবোধে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা সংস্থার সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারিবে এবং তৎপরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
সমন্বিত বেসরকারীকরণ কর্মসূচী

১১। **বেসরকারীকরণ কর্মসূচী প্রণয়ন**।- (১) সরকার বেসরকারীকরণ কর্মসূচীর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবে। যেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের আওতাভূক্ত রহিয়াছে সেইগুলি ছাড়াও ক্রমান্বয়ে সরকারী মালিকানাধীন সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। এই লক্ষ্যে সরকার সময় সময় কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট করিয়া ইহার তালিকা কমিশনে প্রেরণ করিবে। বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত তালিকা অনুসারে প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। লাভজনক ও অলাভজনক সকল সরকারী শিল্প ও বণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে বেসরকারীকরণের জন্য তালিকাভূক্ত করা হইবে। জনগুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যেইগুলি বেসরকারী উদ্যোগে দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা সম্ভব সেইসকল প্রতিষ্ঠানও বেসরকারীকরণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

(২) ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন অনুসৃত পদ্ধতি ও শর্ত আরোপের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করিতে যাইয়া যাহাতে কোন প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, তাহা নিশ্চিতকরণকল্পে কেবলমাত্র একটি বিধানের আওতায় একটি মাত্র সংস্থা অর্থাৎ প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করা হইবে। সরকারের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা সংস্থা কোন রকম বেসরকারীকরণ কার্যক্রম গ্রহণ বা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৩) সরকার নিশ্চিত করিবে যে, বেসরকারীকরণের জন্য নির্দিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে । বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নকালে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্যাদি দরদাতাদেরকে স্পষ্টভাবে জানানো হইবে ।

(৪) বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

(৫) বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া চলাকালে যাহাতে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা অন্যকোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন বিভ্রান্তি বা বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে । একমাত্র কমিশন বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবে । বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য কমিশনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকিবে এবং একমাত্র কমিশনই তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ প্রদান, আলোচনা ও যাবতীয় বিষয়ে ক্রেতাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে । কেবলমাত্র কমিশন ক্রেতাদের বরাবরে বেসরকারীকরণ সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে । কমিশনের লিখিত অনুরোধ বা অনুমোদন ব্যতীত কোন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা সেক্টর-কর্পোরেশন বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করিবে না ।

(৬) কমিশনের অনুরোধে মন্ত্রণালয়, দপ্তর অথবা সেক্টর-কর্পোরেশন বেসরকারীকরণের জন্য নির্দিষ্ট /চিহ্নিত সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায়-দেনা, ব্যবস্থাপনা ও কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী/কর্মকর্তাদের সম্পর্কে সকল তথ্য কমিশনকে সরবরাহ করিবে এবং বেসরকারীকরণের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর কমিশনের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করিবার জন্য কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতা করিবে । সরকারী কোন বিধিতে অন্য যাহা কিছু থাকুক না কেন, প্রয়োজনবোধে মতামত, পরামর্শ, অনুমোদন বা কমিশন কর্তৃক বিবেচিত কোন সংশিষ্ট বিষয়ে কমিশন অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অথবা প্রয়োজনবোধে অন্য কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা সংস্থার সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে কোন মন্ত্রীর বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে প্রস্তাব বা সার-সংক্ষেপ প্রেরণ, যোগাযোগ রক্ষণ, রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি করিতে পারিবে এবং তৎপরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে ।

Unregistered

(৭) সরকার কর্তৃক চিহ্নিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারীকরণের পর প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে চালু রাখা, বিভিন্ন সংস্থার সহিত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক লেনদেন, সম্ভাবনাময় আর্থিক উৎসসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য কমিশনের ভূমিকা থাকিবে । প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের শর্তাবলী, আইন-কানুন ইত্যাদি সঠিকভাবে পালন করিতেছে কিনা কমিশন তাহা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করিবে ।

পঞ্চম অধ্যায়
বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্বতন্ত্র পরামর্শ গ্রহণ

১২। বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ।- (১) বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হয় । প্রথমতঃ বেসরকারীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বেসরকারীকরণের জন্য সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ সনাক্তকরণ; দ্বিতীয়তঃ বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত বা চিহ্নিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উপর সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; তৃতীয়তঃ বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত বা চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয়যোগ্য অবস্থায় উন্নীতকরণ এবং সর্বশেষে বেসরকারীকরণের জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক বেসরকারীকরণ কাজ সম্পন্নকরণ ।

(২) প্রাইভেটাইজেশন কমিশন মেয়াদ-ভিত্তিক একটি বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে । বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা এই পরিকল্পনার সহিত সংযুক্ত থাকিবে । নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা হইবে । প্রয়োজন হইলে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে । তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য কমিশন একটি সময়সূচী নির্ধারণ করিবে । কমিশন নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে । সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কমিশনকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে ।

(৩) বেসরকারীকরণের জন্য সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনবোধে পরামর্শসংবলিত প্রস্তাব অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৪) কমিশন কর্তৃক প্রণীত বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকায় কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে হইলে তাহা অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে অনুমোদিত হইতে হইবে ।

(৫) বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের আকার, সম্পদের পরিমাণ ও ব্যবসার ধরণ বিবেচনা করিয়া, বিশেষ করিয়া যেইসকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশী বিনিয়োগকারী ও ক্রেতা আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, সেইসকল প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কমিশন বেসরকারীকরণে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেশী অথবা বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগদান করিতে পারিবে । এই সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য সরকার অর্থের সংস্থান করিবে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেসরকারীকরণের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রস্তুতকরণ

১৩। বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন ।- চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য দরপত্র আহবানের পূর্বে সি,এ ফার্ম অথবা অন্যকোন দক্ষ স্থানীয় বা বিদেশী বিশেষজ্ঞ মূল্য নির্ধারক দ্বারা উহার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করানো হইবে । এই লক্ষ্যে কমিশন ৫ (পাঁচ) এর অধিক সি, এ ফার্ম ও মূল্য নির্ধারকের অনুমোদিত তালিকা সংরক্ষণ করিবে । সি,এ ফার্ম ও মূল্য নির্ধারকদের বাছাইকৃত তালিকা কমিশন সভায় চূড়ান্ত করা হইবে । সি,এ ফার্ম ও মূল্য নির্ধারকদের নির্ভরশীলতাও (dependability) তাঁহাদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাইবে । ফার্মের ডিলিং এবং রিভিউ পার্টনারদের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাইতে পারে । সি,এ ফার্মকে প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবার জন্য যেই কোন সার্ভেয়ারকে প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবার কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে । মূল্যায়ন প্রতিবেদন বেসরকারীকরণ কমিশন পরীক্ষা করিয়া দেখিবে । মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরীক্ষার কাজে কমিশন সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে । সি,এ ফার্ম বা মূল্য নির্ধারক -এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে পুনর্বার অন্য একটি সি,এ ফার্ম বা মূল্য নির্ধারক দ্বারা পুনঃমূল্যায়ন করা যাইবে । কমিশন কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি সি,এ ফার্ম বা মূল্য নির্ধারক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও বাজারমূল্যসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রোফাইল প্রস্তুতের জন্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করিবে । উক্ত কমিটিতে কমিশন প্রয়োজনবোধে সংশিষ্ট সকল সংস্থা যথা- সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা সংস্থা, সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধিদেরকে এবং অন্যকোন সংশিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে । প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন টেন্ডার সিডিউলের অংশ হইবে ।

UnRegistered

সপ্তম অধ্যায়
বেসরকারীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

১৪। বেসরকারীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।- বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ এবং এই আইনের আওতায় প্রণীত বেসরকারীকরণ নীতিমালা ও প্রবিধান অনুসারে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে। এই জন্য সরকার ও কমিশন যৌথভাবে বেসরকারীকরণের জন্য সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত বা চিহ্নিত করিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং কমিশন তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য সময়সূচী নির্ধারণপূর্বক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

১৫। বেসরকারীকরণ কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।- নির্ধারিত সময়সূচী ও পরিকল্পনা অনুসারে বেসরকারীকরণ কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয় কমিশন নিয়মিত পরিবীক্ষণ করিবে এবং বেসরকারীকরণ কার্যক্রমের উপর ষাম্মাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক কমিশন সভায় উপস্থাপন করিবে। কমিশন সভায় পর্যালোচনার পর কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৬। সমীক্ষা পরিচালনা ।- বেসরকারীকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজন হইলে কমিশন সমীক্ষা পরিচালনা ও পর্যালোচনাপূর্বক সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং ইহার কারণ সম্পর্কে সরকারকে নিয়মিত অবহিত করিবে।

১৭। বেসরকারীকরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।- বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের শর্তাবলী, আইন-কানুন ইত্যাদি সঠিকভাবে পালন করিতেছে কিনা কমিশন তাহা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করিবে। ইহাছাড়া, বেসরকারীকরণকৃত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনাকরতঃ কমিশন সরকারকে নিয়মিত অবহিত করিবে।

১৮। বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠান দখল ফেরত গ্রহণ।- প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা বিক্রয় চুক্তির কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে সরকার বা কমিশন প্রতিষ্ঠানটির দখল ফেরত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে বর্তমানে বলবৎ আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী শাস্তিমূলক বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯। বেসরকারীকরণ সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিফহাল রাখা।- কমিশন বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও সফলতা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করিবে এবং তৎসম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিফহাল রাখিবার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

২০। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন।- বেসরকারীকরণ কর্মসূচী সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (এম, আই,এস) স্থাপন করা হইবে। প্রস্তাবিত তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধীনে বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সংগৃহীত উপাত্ত বেসরকারীকরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ ও বিশেষণ করা হইবে। সরকার এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরি, আর্থিক বরাদ্দ ও সহযোগিতা প্রদান করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

রহিতকরণ ও হেফাজত

২১। রহিতকরণ ও হেফাজত ।- (১) বেসরকারীকরণ নীতিমালা, ২০০১ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে যেই সকল সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে কিন্তু দরপত্র দাখিল করা হয় নাই সেই সকল প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রেও এই নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

আলী ইমাম মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

E: Privatization Commission/Policy 2007

Unregistered

UnRegistered